প্রকাশ্যে শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১০ অক্টোবর ঃ আবারও প্রকাশ্যে শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল। এবার হুগলি জেলার পুরশুড়া। পুরশুড়ার শ্যামপুর এলাকায় যুব তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চলে বোমাবাজিও। এই ঘটনায় শেখ মঞ্জুর নামে এক যুব তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাট ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। এরপরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পর থেকেই আদি তৃণমূলের সঙ্গে নব্য যুব তৃণমূলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেখ মঞ্জুর যুব তৃণমূল কর্মী। আরামবাগের দিঘরুইঘট এলাকায় একটি হারমোনিয়াম সারাইয়ের দোকানে কাজ করে সে। মঙ্গলবার রাতে কাজ শেষে পুরশুড়ার যুবনেতা শেখ রসিদ ওরফে গোপালের মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন সে। অভিযোগ, ঘোলদিঘরুই এলাকায় তাঁদের মোটরবাইক লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুরশুড়ার তৃণমূল নেতা শেখ আবু ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী। পরপর দু'টি গুলি চালানো হয়। একটি শেখ মঞ্জুরের পায়ে লাগে, অন্যটি বাইকে। এরপরই শুরু হয় বোমাবাজি। পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সঞ্চালকের পদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকদিন ধরেই এলকায় উত্তেজনা রয়েছে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। এলাকা কাদের দখলে থাকবে তা নিয়েও উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। জখম শেখ মঞ্জুর বলেন, ওরা আমাদের মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে তাই গুলি করেছে। তাঁর আরও অভিযোগ, মাদার তৃণমূলের লোকেরাই এই হামলা চালিয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে শেখ আবু বলেন, 'মিথ্যা কথা। বিজেপিই এই কাজ করেছে।

জলপাইগুড়িতে এটিএম লুট

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ি শহরের ৭৩ মোড়ের কাছে পুজোর আগে এটিএম লুট করল দুষ্কৃতীরা। অত্যাধুনিক গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম ভল্ট কেটে লুট করে দুষ্কৃতীরা। প্রাথমিকভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে খোয়া গিয়েছে ২৬ লক্ষ টাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে প্রথমে স্থানীয়রা দেখতে পায় এটিএমটির সামনে একটি পুরে যাওয়া কাঠের টুকরো পরে রয়েছে। এরপরে এটিএমের ভিতরে গিয়ে নজরে পরে এটিএম মেশিনটি খোলা হয়েছে। ভিতরে পোড়া পোড়া গন্ধ।এটিএমের নিচের অংশে গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে সব টাকা নিয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। ঘটনায় খবর পেয়ে ছুটে আসে কোতোয়ালি থানায় পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরার সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপণ সতর্কীকরণ

পাঠকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে কোনও বিজ্ঞাপণ দেখে সেক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আগে তাঁরা যেন ভালোভাবে সকল বিষয়ে খতিয়ে দেখে নেন। পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপণদাতাদের বিজ্ঞাপণ সম্পর্কে এই পত্রিকার কোনও দায়বদ্ধতা থাকছে না। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম বাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দুরন্তবার্তা

বিমান মাশুল

অসম/ডিব্রুগড়/সিকিম ঃ১.০০, মুম্বই/দিল্লি/চেন্নাই/বেঙ্গালুরু বারাণসী/কানপুর/লক্ষৌ এলাহাবাদ/গোরক্ষপুর গাজিয়াবাদ/ঝাড়খন্ড/ভুবনেশ্বর /রাউরকেল্লা/বোকারো অতিরিক্ত ১ টাকা

দুরন্তবার্তা

এই পত্রিকায় শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ফোন করুন এই নম্বরে ঃ

০৩৩২২৩৭০৪৮৮

৯৪৩২৩২৭১৬৬

০৯৮৩০২১৭১৬৬

অস্ট্রেলিয়াতে পারি দিচ্ছে হাটপাড়ার টেরাকোটা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ অক্টোবর ঃ অলঙ্কার কে না ভালোবাসে। সে হোক না মাটির তাতে ক্ষতি কিসের? একবার মানানসই পোশাকের সঙ্গে সেই মাটির অলঙ্কার যদি ম্যাচ করে মহিলাদের তাহলে কেল্লাফতে। তাই আধু নিক ডিজাইনের টেরাকোটার গহনার চাহিদা এখন সোনার অলঙ্কার এর সাথে সমান তালে টক্কর দিচ্ছে। তাই দিনকে দিন বেরেই চলেছে সেই সব টেরাকোটার অলঙ্কারের চাহিদা। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহর থেকে ১০কিমি কালিয়াগঞ্জ-দুর্গাপুর রাজবাড়ি রোড দিয়ে যেতেই অবস্থিত কুনরের হাটপাড়া টেরাকোটা শিল্প গ্রাম। বাড়ি বাড়ি চলে এই শিল্পের কাজ। শিল্প মানচিত্রে হয়তো আলাদা করে কুনোর হাটপাড়া গ্রামের নাম না থাকলেও এতদঞ্চলের মহিলা মহলের হৃদয়ে টেরাকোটা শিল্পী দুলাল রায়ের পোড়ামাটির টেরাকোটার অলঙ্কার মহিলামহলের হৃদয়ে ইতিমধ্যেই স্থান করে নিয়েছে। টেরাকোটা শিল্পী দুলাল রায়ের বর্তমানে দম ফেলার সময় নেই। পূজোর মরশুম শুরু হয়েছে। সোনার অলঙ্কার নাই বা হলো। হলই বা মাটির। তাতে কি যায় আসে। এবারের পূজোর সময় যে বাজারে বিভিন্ন রকমের মাটির গহনা সবাইকে টক্কর দেবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। টেরা কোটার গ্রামে শিল্পী দুলাল রায়ের বক্তব্য হাম কিসি সে কম নেহি। তারা যে ভাবে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন মাটির অলঙ্কার তৈরী করতে তাতে তাদের আশা এবারো দূর্গা পূজোয় তাদের হাতের তৈরী অত্যাধুনিক পোড়া মাটির টেরাকোটার অলঙ্কার বাজিমাত করবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তার। মহিলাদের বিভিন্ন পোশাকের সাথে ম্যাচিং করা মাটির গহনায় মহিলারা আকৃষ্ট হতে বাধ্য। তারা এবার বাজি মাত করবেই। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সব শিল্পীদের জন্য মেলার আয়োজন করে থাকে। তাদের তৈরী অলঙ্কারের বাজার চাহিদা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাই যুগের সাথে পাল্লা দিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের আদর্শ গ্রামের টেরাকোটা শিল্পীরা ভীষন ব্যাস্ত হয়ে প।ছে টেরাকোটার মাটির গয়না তৈরী করতে। এই গ্রামের টেরাকোটা শিল্পী দুলাল রায়ের নেতৃত্বে বহু টেরাকোটা শিল্পীরা আজ প্রথাগত মাটির জিনিস বানানোর পরিবর্তে বেছে নিয়েছে মাটির গয়না তৈরীর কাজ। আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের ও এই পেশায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তিনি বলেন এবছর তাদের তৈরী বিভিন্ন ধরনের মাটির গয়নার সেট পারিদিচ্ছে স্থানীয় বাজার সহ, রাজ্য থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এমন কি তাদের হাতের তৈরি অলঙ্কার পাড়ি দিচ্ছে বিদেশেও।

দুলালবাবু জানান, বিদেশের বাজারে টেরাকোটার গয়নার খুব চাহিদা তাই বিদেশের এক্সপোটাররা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের গয়নার ছবি পাঠালে সেই মতো তাদের বানাতে হচ্ছে। এই শিল্পের মাধ্যেমে যাতে এলাকার টেরাকোটা শিল্পীরা কাজ পান সেই দিকে তিনি সব সময় নজর দিয়ে থাকেন।তাই এলাকার টেরাকোটার শিল্পীদের একত্রিত করে দুলাল রায়ের নেতৃত্বে মাটির তৈরী গয়না বানিয়ে চলছেন। এদিকে অন্যান্য শিল্পীরা জানান, টেরাকোটার মাটির গয়নার দারুন চাহিদা রয়েছে। তার উপর সোনার গয়নার মতো এর কোন নিরাপত্তার দরকার পড়ে না। তার উপর বিভিন্ন ধরনের পোশাকের সঙ্গে মানানসই করে পড়া যায়।তাই প্রথাগত টেরাকোটার দ্রব্য সামগ্রী বানানোর পরিবর্তে টেরাকোটার গয়না সামগ্রী বানিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চাহিদা আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে তাদের সেই রকম বাজার ছিল না রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মেলা আয়োজন করা হয়। সেই মেলায় তাদের হাতের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যায়। সেখান থেকেই তাদের পোড়ামাটির গহনার ব্যাপক প্রচারের ফলে অলঙ্কারের চাহিদা আগের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়েছে বলে দুলালবাবু জানালেন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা যথেষ্টই ভালো বলা যায়। রাজ্য সরকার সহযোগিতা না করলে তারা এগিয়ে যেতে পারতো না। এখন কালিয়াগঞ্জ ব্লকের কুনোরের হাটপাড়ার আদর্শ শিল্প গ্রামের শিল্পীদের হাতে তৈরী টেরাকোটার গয়নার কাজ চলছে জোরকদমে। কারন আগামী কিছু দিনের মধ্যে এই গয়নাই পাড়ি দিতে চলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এদিকে যারা টেরাকোটার গয়নার তৈরী করছেন তারা জানান, তাদের তৈরী মাটির গয়না বিদেশের বাজারে পারি দিচ্ছে এটা জেনে তারা ভীষন খুশী। শুধু তাই নয় টেরাকোটার গয়না তৈরী করে তাদের উপার্জন ও বেশ ভালোই হচ্ছে।

জল বাঁচাও, ভিডিও বানাও, পুরস্কার পাও প্রতিযোগিতা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর ঃ জলসম্পদ মন্ত্রক, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন দপ্তরের উদ্যোগে জল বাঁচাও, ভিডিও বানাও, পুরস্কার পাও প্রতিযোগিতার তৃতীয় এবং চতুর্থ পক্ষের বিজয়ীদের নাম ঘোষনা করা হয়েছে। কর্ণাটকের চিত্রদুর্গের ডঃ এন জে দেবরাজ রেড্ডি, মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের, শ্রী একনাথ অঙ্কুশ গোপাল এবং গোয়ালিয়রের শ্রী জীতেন্দ্র ভরদ্বাজ যথাক্রমে তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করেছে। অন্যদিকে পাটনার শ্রী প্রিন্স কুমার, গোয়ার শ্রী সাইনাথ উস্কাইকার এবং নবী মুম্বাই-এর শ্রী সন্তোষ পাড়ি যথাক্রমে চতুর্থ পক্ষের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। বিজেতাদের জন্য প্রথম পুরস্কার হিসেবে ২৫০০০, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ১৫০০০ এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। ভারত সরকারের মাই গভঃ পোর্টালের সহযোগিতায় জলসম্পদ মন্ত্রক জল সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। যেকোন ভারতীয় নাগরিক এতে অংশ নিতে পারবেন। তবে তারজন্য জল সংরক্ষণ বিষয়ে একটি ভিডিও তৈরি করতে হবে। প্রতিযোগিরা তাদের এন্ট্রিগুলি ইউটিউবে আপলোড করবেন এবং মাই গভঃ প্রতিযোগিতা পেজে (www.mygov.in.) ভিডিও লিঙ্কে গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ বছরের ৪ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক পক্ষে তিনজন করে পুরস্কার বিজেতার নাম বেছে নেওয়া হবে। জলসম্পদ মন্ত্রক, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে জল সংরক্ষণ, জল ব্যবহার, জলসম্পদ উন্নয়ন এবং তা পরিচালন বিষয়ে ভিডিও তুলে আপলোড করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। দু মিনিট থেকে দশ মিনিট সময়ের মেয়াদের এই ভিডিওগুলি হিন্দি, ইংরেজি বা অন্য আঞ্চলিক ভাষায় হতে পারে। তবে তা কোনভাবেই ১৯৫৭ সালের ভারতীয় কপিরাইট আইন অথবা তৃতীয় কোন পক্ষের মেধাসত্ত্বের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারবে না।

বিমান পরিবহনের নিরাপত্তা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধন

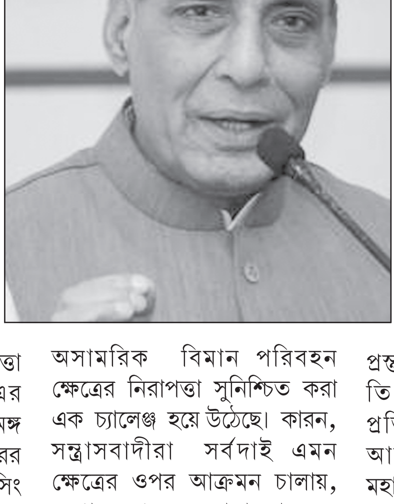

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং বিমান পরিবহনের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। নতুন দিল্লীতে বিমান পরিবহনের নিরাপত্তা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধন করে সিআইএসএফ এবং বিসিএএফ সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে বিমান পরিবহনের নিরাপত্তার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবং আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকাঠামোর ওপর জোর দেন। কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী সিআইএসএফ-এর সুর্বণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে দু-দিনের এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রী সিং বলেন, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির হামলার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে অসামরিক বিমান পরিবহন ক্ষেত্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। কারন, সন্ত্রাসবাদীরা সর্বদাই এমন ক্ষেত্রের ওপর আক্রমন চালায়, যেখান থেকে তারা মানুষের সর্বোচ্চ মনোযোগ আকর্ষন করতে পারবে এবং গণমাধ্যমের প্রচার পাবে। বিভিন্ন উপায়ে সন্ত্রাসবাদীরা এই ক্ষেত্রে যেভাবে আক্রমন চালাচ্ছে, তিনি তার কথা উল্লেখ করেন। এই ধরনের আক্রমনের সম্ভাবনা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক নীতি নির্দেশিকা এবং নিয়মকানুনগুলি কঠোরভাবে রূপায়ণের ওপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন, উড়ানের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কোন সুযোগ নেই। বিমান ছিনতাই-এর মতো ঘটনা প্রতিরোধে ভারত তার বিভিন্ন আইন-কানুন এবং প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছে বলে তিনি জানান।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির, সিআইএসএফ-এর মহানির্দেশক শ্রী রাজেশ রঞ্জন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

টানা তিন দিন বৃষ্টির শঙ্কা বাংলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ পুজোর আগে বৃষ্টিতে ভাসতে পারে বাংলা। বর্ষণের সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়ায়। পাশাপাশি কলকাতাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত, টানা তিন দিন বর্ষণের শঙ্কা বাংলায়। তবে বোধনের আগে বৃষ্টি হলেও, পঞ্চমীর পর থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, রবিবারের পর থেকে পুজোর আনঃদ ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না বৃষ্টি, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। এখনও পর্যন্ত যা পূর্বাভাস, তাতে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশার দিকে অগ্রসর হবে।

গঙ্গারামপুর চলন্তিকা গোষ্ঠীর দুর্গোৎসবের আকর্ষন পুতুল নাচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিন দিনাজপুর, ১০ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রেজিস্ট্রী অফিসের পাশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে চলন্তিকা গোষ্ঠীর সার্বজনীন দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসবটি আর দশটা পুজোর থেকে একদম আলাদা বলে জানান গোষ্ঠীর সদস্যরা। এবারের পুজো ৫৪ বছরে পদার্পণ করবে। জানা গেছে সারাবছর তারা সাহায্য বা এক কথায় যাকে বলে মাধুগীরি করে পুজোটা করেন, সারাবছর মানুষের সেবা করার পাশাপাশি দুঃস্থদের অন্নদান ও বস্ত্র দানের মাধ্যমে চলন্তিকা গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যরা ঈশ্বর প্রাপ্তি লাভের আশায় দিনরাত এই মানুষগুলোর সেবা করে চলেছেন। এবারের পুজোর আনুমানিক বাজেট ১.৫০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি এবারে পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হারিয়ে যাওয়া শিল্প পুতুল নাচ যা বাঁকুড়া জেলা থেকে এখানে নিয়ে এসে এলাকার মানুষ সহ দর্শনার্থীদের উপহার দেওয়া হবে। এই পুতুল নাচের অনুষ্ঠানটি সপ্তমী থেকে নবমী অবদি সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত্রি ১১ টা অবদি দেখানো হবে। পুজোর আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন আর তার আগেই চোখে পড়ল চলন্তিকা গোষ্ঠীর মন্ডপ তৈরী ও পুজোর যাবতীয় কাজের ব্যস্ততা এই বিষয়ে চলন্তিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক প্রশান্ত সরকার বলেন, সারা বছরের ন্যায় এবারও আমরা সার্বজনীন দুর্গোপুজো করছি সারা বছর মাধুগীরি করে মানুষের সেবা করে আসছি এখানে আমাদের একটি রাধাগোবিন্দের মন্দির রয়েছে পাশে রয়েছে কালীমন্দির প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা করে এখানে ভগবত গীতা পাঠ হয় এবং সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবারও আমরা পুজোতে গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করব তাছাড়া প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ তো থাকছেই এবারের আমাদের পুজো ৫৪ বছরে পদার্পণ করল আমরা আগামী দিনে আরো ভালোভাবে আর নতুন করে পুজো করতে চাই পাশাপাশি দু ঃস্থদের সাহায্যে তো আমরা রয়েছি অন্যদিকে চলন্তিকা গোষ্ঠীর সভাপতি সুবল চন্দ্র বসাক, সহ সভাপতি সমর পাল ও লক্ষন কুন্ডু, সম্পাদক পার্থ সরকার ও শান্ত কুমার প্রসাদ, হরিপাল দাস, কোষাধ্যক্ষ কাজল কুমার বসাক, সুধীর ঘোষ, গৌতম কুন্ডু, শ্যাম সুন্দর বসাক, শচীন্দ্র নাথ বসাক সহ অন্যান্য সদস্যরা প্রায় একই সুরে বলেন, এই মন্দিরে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়, শ্রীম ভাগবত পাঠ হয় প্রতিদিন, ভোগ ও অন্যান্য সেবা ও আয়োজনের জন্য মাসিক পারিশ্রমিক হিসেবে হরি দাস বাবাজি বলে একজন আছেন পাশাপাশি মায়া সূত্রধর নামে একজন মাসি রয়েছেন যিনি সেবার কাজে সহযোগিতা করেন এখানে আরেকটি বিষয় প্রশান্ত সরকার জানান যে এই মাসটি দামোদর মাস তাই এক মাস ধরে প্রতিদিন ভাগবত গীতা পাঠ হবে পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণ তো রয়েছেই এছাড়াও তারা জানান যে মাধুগীরি বা সাহায্য নিয়ে পুজো ভোগ ও বস্ত্র দানের কাজ সম্পন্ন করা হয়, এছাড়াও তারা জানান, সারা বছর ধরে একই কাজ করে আসছি মানুষের সাহায্যার্থে চলন্তিকা গোষ্ঠীর একনিষ্ঠ সকল সদস্যরা দু ঃস্থ ও গরীব অসহায় মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে মাধুগীরি বা সাহায্য নিয়ে যাকে এক কথায় ভিক্ষে করে মানুষের সাহায্যে ও ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঈশ্বরের কাজে নিজেকে সমার্পিত করে এই চলন্তিকা গোষ্ঠী অপারগ হয়ে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন তারা আশাবাদী যে এবারের দুর্গোৎসবে চলন্তিকা গোষ্ঠীর বিশেষ আকর্ষণ পুতুল নাচ মানুষের নজর কাড়বে এবং তারা প্রচন্ড হারে ব্যস্ত হাতে মাত্র কযেকটি দিন ঠিক তার আগেই তাদের ব্যস্ততা চোখে পড়বার মতন। পুজোর কয়েকটি দিন সারা বছরের ন্যায় সব মানুষদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে সেইসব মানুষের মধ্যে ঈশ্বর প্রাপ্তির আশায় নিঃস্বার্থ কাজ করে চলেছেন।

আবার মোমো আতঙ্ক, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১০ অক্টোবর ঃ মোমো গেমের আতঙ্ক পিছু ছাড়ার নামই নিচ্ছে না। আবারও মোমো গেমের আতঙ্ক, এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার। মারণ গেম 'মোমো' খেলতে খেলতে আত্মঘাতী হলেন একজন যুবক। ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত হরিনডাঙ্গা গ্রামের ঘটনা। মৃত যুবকের নাম হল, নন্দন দাস (২৫)। মঙ্গলবার বিকেল থেকেই সে নিখোঁজ ছিল বলে পরিবার সূত্রের খবর। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে বাড়ির অদূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় নন্দনের দেহ। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পরিবার সূত্রের খবর, প্রায় এক মাস ধরে মোবাইলে গেম খেলছিল নন্দন। সেই গেম খেলার কারণেই কিছুদিন আগে একবার নিজের হাত কাটে সে। এরপর বেশ কয়েকদিন হল নিজেকে একটি ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল সে। বাড়ির বাইরে সেভাবে বের হতো না। বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকতো, এমনকি বাবা - মা ও পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গেও ভাল করে কথা বলত না সে। দিন কয়েক আগে পরিবারের সদস্যরা এই মোমো গেম খেলার কথা জানতে পারেন। কিন্তু, বারে বারে বারণ করা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি। উল্টে পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গেই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল নন্দন। পরিবারের কথা অনুযায়ী, একাধিকবার সে ঘুমানোর সময় হাতের কাছে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘুমাতো। মোবাইলে গেম খেলার জন্যই সে যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত পরিবারের লোকেরা। এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই ঘটনায় পুলিশ আত্মহত্যার মামলা রুজু করেছে। নন্দন-এর মোবাইলে কিভাবে, কোথা থেকে এই গেম ইন্সটল হল বা কোথা থেকে এই গেম নিয়ন্ত্রণ করা হতো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

নেশা নিয়ে কড়া হল যাদবপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ অক্টোবর ঃ অবশেষে ক্যাম্পাসে বহিরাগত ঢোকা, মদ-গাঁজা খাওয়া নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রাত সাড়ে আটটা থেকে সকাল ৬টা ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার ছাড়া অন্য গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারবে না। ঢুকতে গেলে নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে রাখা খাতায় কেন এসেছেন, কোথায় যাবেন লিখতে হবে। কারা হস্টেলের আবাসিক, তার তালিকা প্রতিটি হস্টেলে টাঙানো হবে। ক্যাম্পাসে মদ-সহ মাদক খাওয়া নিষিদ্ধ করা নিয়ে ইউজিসি-র যে-নির্দেশিকা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে, রবি ও সোমবারের ঘটনায় গড়া হয়েছে তদন্ত-কমিটি। যাদবপুরে বহিরাগতদের অবাধ বিচরণ এবং মদ, গাঁজা খাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। গত বছরের মাঝামাঝি প্রশাসনিক বৈঠকে উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এত দিনেও তা চালু হয়নি। শনিবারের কর্মসমিতির বৈঠকেও আলোচনা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়নি। বহিরাগত এবং মদ্যপান ইস্যুতে রবি ও সোমবার ক্যাম্পাসে দু'দল পড়ুয়ার মধ্যে যে-ঘটনা ঘটে, তার পর মঙ্গলবার তড়িঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন উপাচার্য।

রাশিফল

মেষ ঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আপনি রক্ষণশীল বিনিযোগে সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। যদি আপনি আপনার গৃহস্থালীর কর্তব্যগুলি উপেক্ষা করেন তাহলে আপনি যার সাথে বাস করেন তিনি বিরক্ত হবেন। আবার প্রেমে পড়ার সুযোগ প্রবল কিন্তু ব্যাক্তিগত আর গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। কর্মক্ষেত্রে যারা আপনার সাফল্য পথে বাধা ছিল তারা আপনার চোখের সামনে আজ একটি গুরুতর পতনের সম্মুখীন হবে। শুভ দিন

বৃষ ঃযদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। একটি ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও আপনি সহজেই ক্লান্তি সামলাতে সক্ষম হবেন। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। শুভ দিন আজকে

-**মিথুনঃ**আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। বাচ্চারা খেলাধুলা এবং বাইরের কার্যকলাপে বেশী সময় দেয়।।

কর্কটঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। তাড়াহুড়ো করে আরো বেশি কিনতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ইতিমধ্যে যা আছে তাই ব্যবহার করুন। বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনার ঘনিষ্ঠ কেউ আপনাকে খুব কাছ থেকে দেখে এবং আপনাকে আদর্শ হিসাবে মান্য করে- কেবলমাত্র প্রশংসনীয় কাজগুলিই করুন যা আপনারখ্যাতি বাড়িয়ে।

সিংহঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। ফাটকায় লাভ আনবে। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। দীর্ঘ কাল পরে আপনার বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা আপনার হৃদস্পন্দন একটি ঘূর্ণায়মান পাথরের মত বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিবাহ যোগ আছে

বৃশ্চিক ঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। তাড়াহুড়ো করে আরো বেশি কিনতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ইতিমধ্যে যা আছে তাই ব্যবহার করুন। প্রেম-সাহচর্য্য এবং বন্ধন।

কন্যাঃ আবেগের দিক থেকে আপনি খুব একটা স্থিতিশীল থাকবেন না- কাজেই অন্যদের সামনে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কিছু বলছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আজ আপনি সহজেই মূলধন-অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। কোন কিছু চূড়ান্ত করার আগে আপনার পরিবারের সদস্যদের

তুলাঃ আজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার হস্তক্ষেপ তাকে ক্ষিপ্র করতে পারে। মেজাজ নষ্ট করা এড়াতে তার অনুমতি নিন। আপনি সহজেই সমস্যা এড়াতে পারবেন। আপনার সঙ্গী বিচলিত হতে পারে যদি আপনি তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ

ধুন ঃ তেল এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে বিনোদনের জন্য খুব বেশি সময় ও অর্থের অপচয় করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। আপনার ঘরে ঐক্য আনতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করুন। চোখ কখনো মিথ্যা

মকরঃ সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। কারোর জন্য- পরিবারে নতুন একজনের আগমন উসব এবং অনুষ্ঠানের মূহুর্ত বয়ে আনবে। আজকের দিন কাজের যোগ হবে

কুম্ভঃ আপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। জমি এবং আর্থিক লেনদেনের জন্য ভালো দিন। পুরোনো পরিজন এবং সম্পর্কগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে আজকের দিনটি ভালো। আপনার প্রিয়জন প্রতিশ্রুতি চাইতে পারে। বিবাহ যোগ আছে আজ।

মীনঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে

জরুরি পরিষেবা

বিমান

এয়ার ইন্ডিয়া ঃ শহর ২২১১-৬৮৬৯। দমদম বিমানবন্দর ঃ ২৫১১-৮৭৮৭।

রেল

হাওড়া স্টেশন ওল্ড কমপ্লেক্স ঃ ২৬৩৮-৭৪১২ /৩৫৪২। নিউকমপ্লেক্স ঃ ২৬৩৮ ২২১৭। শিয়ালদহ ঃ ২৩৫০ ৩৫৩৫ / ৩৫৩৭। রিজার্ভেশন ঃ ১৩৯।

আপৎকালীন ব্যবস্থা

লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল ঃ ২২১৪-৩২৩০। রাজ্য পুলিস ঃ ২২১৪ ৩২৩০। দঃ২৪ পরগণা পুলিস ঃ ২৪৭৯ ১৮৭০। দমকল ঃ ২২৫২ ৬৬৬৬ / ৬১৬৪ / ৩১৭০। ভবানীভবন ঃ ২৪৭৯ ১৭৬১, নিখোঁজ ঃ ২৪৫০-৬১০০ /৬১৭৪।

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

লাইফ কেয়ার ঃ ২৪৭৫ ৪৬২৮। নন্দন মেডিকেল ঃ ২৩৫৮ ১৭২৩। জীবনদীপ ঃ ২৪৫৫ ০৯৬২। সাউথ ক্যাল ব্যুরো ঃ ২৪৮৪ ৪৩২২।

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালক্যাটা নার্সেস ঃ ২৪৮৪ ৪৩২২। সিটি পয়েন্ট ঃ ২৫৬৭ ৪১১৩। জনকল্যাণ ঃ ২৮৬৭ ৫০১২। হেলথ কেয়ার ঃ ২৪১৬ ৪৬৭৫। আলো ঃ ২৪৭২ ১০৩৯। সিস্টার ঃ ২৪৪২ ৬৩৮৫। লোকনাথ ঃ ২৩৭২ ২৭৬৩। লাইফ কেয়ার ঃ ২৫৭৮ ৮৭২০। নিবেদিতাঃ ২২৮৪ ৭৮১০। আনন্দময়ী ঃ ২৪৬৪ ৭২৯৪। রিলিফ ঃ ২২৮৯ ৭৩৬২। কেয়ার ঃ ২৩৩৪ ৭০৬৮। সঞ্জীবনী ঃ ২৩৬০ ৭৮৮১। ট্রেন্ড নার্সেস ঃ ২৫৫৪ ২৭৫৭। নার্সেস অ্যাসো ঃ ২২৪১ ৬৮২৪।

অ্যাম্বুলেন্স

গড়পার সৃজন ঃ ২৩৫৪ ৫৮৪৭। সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক ঃ ২৪৬৬ ২৪৩৩। লাইফ কেয়ার ঃ ২৪৭৫ ৪৬২৮। ওখার্ড ঃ ২৪৭৫ ৪৩২০। দিগন্ত ঃ ২৪৭৪ ৫৪৫৫। শিশির কুমার ইন্স ঃ ২৫৩৩ ০৩৮২। রানি রাসমণি মিশন ঃ ২৪৩১ ৯৮৮৫। জনমঙ্গল ঃ ২৪৬৬ ২৮৭৯। মেডিকেল ব্যাঙ্ক ঃ ২৫৫৪ ০০৮৪। আলিপুর চেতলা বস্তি উন্নয়ন ঃ ২৪৪৯ ০২৮৬। মীরা সেবা ঃ ২৪১১ ৮৩১৬। মাতৃ সংঘ জন কল্যাণ আশ্রম ঃ ২৪৭৫ ৪৫২৭। ড. বিধান রায় মেমো ঃ ২৫৭৪ ৯৭৩৮। কুমারটুলি ইনস ঃ ২৫৩০ ৫৫৬১। তালতলা পিপল ঃ ২২৬৫ ৩২৩৯। এমার কেয়ার ঃ ২৩২০৩১৮১।

ব্লাড ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ ২৩৫১ ০৬১৯ / ২০। পিপলস ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ ২৪৫৫ ৫১৬৪। লায়ন্স ঃ ২২৪৮ ৫৭৮০। লাইফ কেয়ার ঃ ২২৮৪ ৬৯৪০। অশোক ল্যাব ঃ ২৪৭২ ০৩৩৩। হেমোফিলিয়া সোঃ-২৪২৬ ৩৭৩৯। রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান ঃ ২৪৭৫ ৩৬৩৬-৯।

হাসপাতাল

এসএসকেএম ঃ ২২০৪ ১১০০। ডিসান হসপিটাল ঃ (০৩৩) ৭১-২২২-০০০। আরএনটেগোর ঃ ২৪৩৬ ৪০০০। ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রি. ঃ ২৪৫৩ ২৭৮১ /৩। সিএমআরআই ঃ ২৪৫৬ ৭৭০০। এনআরএস ঃ ২২৬৫ ৩২১৪। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান ঃ ২৪৭৫ ৩৬৩৬ / ৯। ন্যাশনাল মেডিকেল ঃ ২২৮৯ ৭১২২ / ২৩। আরজিকর ঃ ২৫৫৫ ৭৬৭৫। শম্ভুনাথ পন্ডিত ঃ ২৩০২ ২৮০০। নাইটিঙ্গেল ঃ ২২৮২ ৭৪৬২। পিয়ারলেস ঃ ২৪৬২ ২৩৯৪। প্রিয়ম্বদা বিড়লা অরবিন্দ আই ঃ ২২৮৯ ৪৩৪৩। রুবি জেনারেল ঃ ৩৯৮৭ ১৮০০। বি এম বিড়লা ঃ ২৪৫৬ ৭৮৯০। রেনেসাঁ ঃ ৪০১৪ ৪০১৪। মেডিকেল কলেজ ঃ ২২৪১ ৪৯০১। মাতৃভবন ঃ ২৪৬৪ ৪১৮৯। কল্পতরু ঃ ২৫৬২ ২২৮০। ওয়েস্টব্যাঙ্ক ঃ ২৬৪৪ ৫৫১৬। বাঙ্গুর ঃ ২৪৭৩ ৩৩৫৪। বালানন্দ ব্রহ্মচারী ঃ ২৪৭৮ ৭৮০১। সুশ্রুত ঃ ২৩৫৮ ০২০১। অ্যাপোলো গ্লেনিগালস ঃ ২৩২০ ২১২২। আই কেয়ার ঃ ২২৮৭ ২৮০৯। নর্থ সিটি ঃ ২৩২১ ১১০১। বিপি পোদ্দার ঃ ২৪৪৫ ৮৯০১। বারাসত ক্যান্সার রিসার্চ ঃ ২৫৫২ ২২২২। এসক্যাগ সঞ্জীবনী ঃ ২৫৫৪ ১৮১৮। মেডিরিহ্যাব ঃ ২২৮১ ৭৮৮১। বিনায়ক হেলথ ওয়ার্ল্ড ঃ ২৫৩২ ৯৯৫০। ড্যাফোডিল ঃ ২৫৩৪ ৬৬৪৯। মিশন হাসপাতাল, দুর্গাপুর ঃ (০৩৪৩) ২৫৩৫৫৫৫ /৫৪৪।

নার্সিংহোম

ইইডিএফ ঃ ২৪৭৩ ৩৬০১। স্পিডএজ ঃ ২৫৩৪ ৩১৭০। রিপোজ ঃ ২২৮৭ ১৪৪২। মাইন্ড কেয়ার ঃ ২৫৩৪ ৬২২০। বেলভিউ ঃ ২২৮৭ ২৩২১। মে ফ্লাওয়ারঃ ২২১৭ ১০০১। নিউ লাইফ ঃ ২৫৭০ ৮০৯০। উডল্যান্ডস ঃ ২৪৫৬ ৭০৭৯। ক্যাপিটল ঃ ২৩৫০ ৭২৭২। একবালপুর ঃ ২৪৪৯ ৫১৫১। মেডিকা ইএনটি ঃ ২৪২৬ ৪৯০১-০৩। ডঃ নীহার মুন্সী আইফাউন্ডেশন ঃ ২৪৬১ ৮৭৩৩।

মৃতদেহ বহন

হিন্দু সৎকার ঃ ২২৪১ ৩৮৪৯। নিউ আলিপুর সুরুচিসংঘ ঃ ২৪০০-৯৯৫০। গড়পার সৃজন ঃ ২৩৫৪ ৫৮৪৭। পার্ক সার্কাস পূজা ঃ ২২৮৭ ১৭৯৩। সরকার বাগান ঃ ২৫৫৪ ১৮৮১। বরানগর কর্মীসংঘ ঃ ২৫৫৮৭৫২৬। মীরা ঃ ২৪১১ ৮৩১৬। রাজীব মেমোঃ ২৪৫৪ ৯৫৫০। লেকটাউন কমিটি ঃ ২৫২১ ৯৫৭৮। কুমারটুলি ইনসঃ ২৫৩০ ৫৫৬১। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ঃ ৫৩৪ ০০০২। উদয়ের পথে ঃ ৩২৫০ ১০৮৯।

শ্মশান

কেওড়াতলা ঃ ২৪৬৬ ৬৬০২। সিরিটি ঃ ২৪০৩ ২০১৩। কাশীপুর আর কে মহাশ্মশান ঃ ২৫৫৮ ৩৪৮৪। কাশী মিত্র ঃ ২৫৫৪২৯৬৭। নিমতলা ঃ ২২৬৯১৯৫৫।